গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

স্মারক : ৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৩৮.০০২.২০১৬/ ৪২৬

১৮ কার্তিক ১৪২৩
০২ নভেম্বর ২০১৬

বিজ্ঞপ্তি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের অনুদান/ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

(ক) সাধারণ নির্দেশনাবলী :

১। অনুদান/ভাতা প্রত্যাশি প্রতিষ্ঠান/সংস্কৃতিসেবী কে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

২। আবেদন ফরম বিনামূল্যে সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর প্রধান কার্যালয়/সকল জেলা শিল্পকলা একাডেমী এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moca.gov.bd) পাওয়া যাবে। আবেদন ফরমের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য।

৩। আবেদন ফরমে নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুপারিশ/প্রত্যয়ন অবশ্যই থাকতে হবে অন্যথায় আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি এক অর্থবছরে একবার মাত্র আবেদন করতে পারবেন। একাধিক আবেদন প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

৫। আবেদন ফরম যথাযথ ভাবে পূরণ করে আগামী **১০ ডিসেম্বর ২০১৬** তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময় নিজ নিজ জেলার জেলা প্রশাসক এবং ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক বরাবর কেবলমাত্র রেজিঃ ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।

(খ) অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান/সংস্কৃতিসেবীর যোগ্যতা

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	সংস্কৃতিসেবী
(১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই প্রগতিশীল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে। দেশের সুস্থ ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তাদের সক্রিয় থাকতে হবে। (২) দেশে নিয়মিতভাবে সংগীত, নৃত্য, নাটক, চারুকলা বিষয়ক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন প্রতিষ্ঠান অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবে। (৩) বিশেষ বিবেচনায় যাত্রাদল, সার্কাসদল, যাদু প্রতিষ্ঠান, পালাগান, আলোকচিত্র, পুতুলনাচ, আবৃত্তি, গম্ভীরা, জারী, কবিগান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং লোকসংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমের প্রতিষ্ঠানসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪) ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে সক্রিয় প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্ভুক্ত হবে। (৫) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সংস্থার সদস্য হলে বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে। (৬) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র এবং সক্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটি থাকতে হবে। (৭) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নামে একটি নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।	(১) আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। (২) আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রচলিত কোন শাখার শিল্পী/সাহিত্যিক হতে হবে। (৩) দুস্থ, অসহায়, প্রায় ভূমিহীন, উপার্জনে অক্ষম, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী সংস্কৃতিসেবীগণ ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। (৪) শিল্প/সাহিত্যকর্ম বিকাশে মৌলিক/বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন এমন সংস্কৃতিসেবী ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। (৫) সাধারণত ৪০ বছরের কম বয়সী সংস্কৃতিসেবী ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে (যথা: অতি প্রতিভাবান, দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, আর্থিকভাবে চরম অসচ্ছল ইত্যাদি) বয়স শিথিলযোগ্য। (৬) আবেদনকারীর বয়সের সত্যতা প্রমাণের জন্য উপযুক্ত প্রমানপত্রের (জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ) কপি আবেদনের সংগে সংযুক্ত করতে হবে। (৭) আবেদনকারী সংস্কৃতিসেবীর নামে একটি নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।

(গ) আবেদনপত্রের আবশ্যিক সংযুক্তিঃ

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে :

(১) রেজিস্ট্রেশন থাকলে এর সত্যায়িত কপি, (২) গঠনতন্ত্র, (৩) কার্যকরী/কার্যনির্বাহী কমিটির কপি, (৪) আয়-ব্যয়ের বার্ষিক বিবরণী, (৫) গত অর্থবছরে মন্ত্রণালয় হতে অনুদান পেয়ে থাকলে মঞ্জুরী আদেশের কপি এবং (৬) গত বছরে প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ ব্যয়ের বিবরণ অডিট রিপোর্টসহ ও আয়োজিত অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র/সচিত্র প্রতিবেদন।

সংস্কৃতিসেবীদের ক্ষেত্রে :

(১) দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, (২) স্থায়ী ঠিকানার অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক নাগরিকত্বের সনদের কপি, (৩) জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের কপি এবং (৪) পূর্ববর্তী বছরে ভাতা পেয়ে থাকলে মঞ্জুরী পত্রের কপি।

বি:দ্রঃ

(১) আবেদন ফরমে আবেদনকারীর ঠিকানার পাশে (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রধানের) মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(২) প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল ব্যতিত এবং ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

উপসচিব (অধি:৭)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Moca /S-7/MHR/PC-2/E:/Letter_Bangla/1271